নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে
জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী - ২৫শে নভেম্বর ২০০২

প্রতিটি ধর্মে, দেশে ও সংস্কৃতিতে, উপার্জন, শ্রেণী, জাতি ও জাতিগত সত্তা নির্বিশেষে নারীরা অব্যাহতভাবে সকল ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছে। কিন্তু গত বছরে এই সমস্যাটির ব্যাপাওে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বার্ধক্য বিষয়ক দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলনের আলোচ্যসূচীতে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয় ; সম্মেলনে স্বীকার করা হয় যে, বৃদ্ধা নারীরা শারীরিক ও মনস্তাত্বিক নিপীড়নের অধিকতর ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের আলোচ্যসূচীতেও এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে নারীদের বিরুদ্ধে সকল ধরণের সহিংসতা ও বৈষম্য বিলোপের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সাধারণ পরিষদের শিশু বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে বলপ্রয়োগ, ক্ষতিকর কর্মকান্ড ও যৌন নিপীড়ন হতে মুক্তির অধিকারসহ মেয়েদের সকল মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে সকল জাতির দৃঢ় সংকল্পকে তুলে ধরা হয়।

এই বছরেও আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ক আদালতের আইনের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়, যার বলে যৌন অপরাধ করার চেষ্টাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে বিচার করার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি সেই অপরাধ কোন বেসামরিক জনগোষ্ঠীর প্রতি হানিত কোন ব্যাপক বা পরিকল্পিত আক্রমনের অংশ হিসেবে সংঘটিত হয়। নারী ও মেয়েদের পাচারকে একটি দ্রুততম বর্ধিষ্ণু আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং আগামী বছর নারী মর্যাদা বিষয়ক কমিশন কর্তৃক নারীদের মানবাধিকার ও নারীদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা নির্মূলের বিষয়টি বিবেচনার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে নারী ও মেয়েদের পাচার সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দলের এক সভা আহবান করা হয়। এবং গত মাসে আমি নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত ১৩২৫ অনুমোদনের দ্বিতীয় বার্ষিক উপলক্ষে পরিষদের নিকট নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক একটি প্রতিবেদন পেশ করি।

সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বে এখন জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ব্যাপারে ব্যাপকতর সচেতনতা ও সমঝোতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই সমস্যা মোকাবেলার অধিকতর কার্যকর পন্থাও উদ্ভূত হচ্ছে। তথাপি নারীরা এই অভিশাপ হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের এখনও অনেক কিছু করার রয়েছে।

** ** **